Medieval Europe

:: ভাইকিং আক্রমণের ফলাফল ও গুরুত্ব::

1.

বিধ্বংসী এই বর্বর আক্রমণের ফলে শস্য ক্ষেত্র ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচন্ড ক্ষতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক । তিনি লিখেছেন যে সুদীর্ঘকালের এই তান্ডব লীলায় পশ্চিম ইউরোপে অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রই মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল । তুলো অঞ্চল থেকে বর্বর দস্যুরা ফিরে যাওয়ার পর কৃষি যজ্ঞভূমি গুলিকে নতুন করে জঞ্জালমুক্ত করতে চেয়েছিল জমির সীমানা বলতে কিছুই ছিল না এবং সমসাময়িক এক সনদ থেকে জানা যায় যে খুসি ও সাধ্যমতো জমি দখলের ঘটনা ঘটেছিল অবিরল ভাবে ।

ভাইকিং আক্রমণে জর্জরিত তুরেন অঞ্চলের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয় । মারতিঙি গ্রামে বহু কৃষক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল । ভূস্বামীরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন । তাদের একমাত্র উৎস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ করে যাজক অধীনে ম্যানর গুলির অবস্থা হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয় । অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার সহ্যাতীত হওয়ায় কৃষকেরা উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দস্যু দলের উপর । কিন্তু এ জাতীয় অসংবদ্ধ প্রতিরোধ কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি তাদের তাৎক্ষনিক এইসব ক্ষতি ছাড়া অনাবাদি অঞ্চলে জঞ্জাল পরিষ্কার করে কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারিত করার যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল বর্বর আক্রমণ স্তিমিত হবার পরেও কৃষকদের স্বল্পতার জন্য তা 100 বছরেরও বেশি কাল পিছিয়ে গিয়েছিল ।

কিন্তু এই প্রাথমিক বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর এবং শত্রু দমন করতে গিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ শক্তি লাভবান হয়েছিল , হয়তো বা সাফল্য জাত মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল । ম্যাগিয়ার দের বিরুদ্ধে হেনরি দ্য ফাউলার এর সফল ভূমিকা জার্মানিতে রাজশক্তিকে দৃঢ় করেছিল এবং সেই দস্যু দলের বিরুদ্ধে প্রথম অটোর নিরঙ্কুশ জয় পরোক্ষভাবে সম্ভব করেছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন । ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে নরম্যান্ডির পত্তন অখ্রীস্টান জগতের সীমানার বাইরে স্বল্পজ্ঞাত । রহস্য আচ্ছাদিত পরিবেশে রাশিয়ার জন্ম সমগ্র মহাদেশের নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে এনেছিলো ।

ঐতিহাসিক হিন্দি প্লেন গভীরতর এবং তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন বিধর্মী বর্বরদের এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে । তার মতে - " Europe came from the classical period to the Middle Ages as a result of Saracen's exposure to Muslim civilization. West বলতে যা বোঝায় তার জন্মের মূলে ছিল এই সংযোগ । ঐতিহাসিক হেনরি পিরেণের অভিমত অতিরঞ্জিত বলে কেউ কেউ মনে করলেও এ তথ্য অস্বীকার্য যে স্যারাসেন , ম্যাগিয়ার এবং ভাইকিংদের সেই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী আক্রমণের গুরুত্ব 400 বছর আগের ক্ষয়িষ্ণু রোমান সাম্রাজ্যের উপর বর্বর আক্রমণেরই মতোই ।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক লিখেছেন যে অন্তহীন এই সংকটের মধ্যেই জাত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র , যাকে একাধিক কারণে এই বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার ফসল বলে বিবেচনা করা যায় । এ প্রসঙ্গে এ তথ্য স্মরণীয় যে বিধর্মী এই দস্যুদলের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন এবং লক্ষ্যবস্তু ছিল চার্চ ও মঠগুলি । কৃষিপ্রধান জনপদ গুলোতে সোনা , রুপো বা মূল্যবান ধাতুর সংক্ষেপে লুঠ করার মত ধনরত্নের প্রাচুর্য ছিল না । সম্পদ বেশিরভাগই সঞ্চিত ছিল মঠ ও চার্চ গুলিতে । এগুলি সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রায় কিছুই ছিল না । সুতরাং একের পর এক লুণ্ঠিত , বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়েছিল ইউরোপের খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য চার্চ ও মঠ । কারো কারো চোখে বিধর্মী বর্বরদের এই আক্রমণ পবিত্র খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্মম আঘাত বলেই মনে

হয়েছিল । শঙ্কিত যাজক সম্প্রদায় তাই সমস্ত খ্রিস্টান সমাজের কাছে আবেদন করেছিলেন ভয়ঙ্কর এই বিধর্মী আক্রমণের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মাত্রকেই ঐক্যবদ্ধ হতে । সিজার ছাড়া ক্রাইস্ট এর চলে না । তাই খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের অপরিহার্যতা বিষয়ে চার্চ হয়ে উঠেছিল দ্বিধাহীন ।

নব শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন পোপের নেতৃত্বে তাই শুরু হয়েছিল এমন এক সম্রাটের জন্য অবিরাম অন্বেষণ যদি সেন্ট পিটার এর পবিত্র আসন বিধর্মীর কলুষ স্পর্শ থেকে রক্ষা করতে পারবেন । লোথেয়ারের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন পোপ পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রাঙ্ক রাজ্যের একাধিক শাসক কে এই ত্রাতার ভূমিকায় পেতে চেয়ে ছিলেন । কিন্তু স্যাকসনির ডিউক (পরে জার্মান রাজা) হেনরি দ্য ফাউলার এর আবির্ভাব এর আগে পর্যন্ত শত্রু দমনের সক্ষম এমন কোন শাসকের দেখা পাওয়া যায়নি তার যোগ্য পুত্র প্রথম অটো পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (962 খ্রিস্টাব্দ) রাজনৈতিক কারণে , কোনও পোপকে কৃতার্থ করার জন্য নয় । কিন্তু প্রাক্ পুনরুজ্জীবনের ঘটনাবলীর উপর পোপদের এই নিরন্তর অন্বেষণ কোনও গুরুত্বই ছিলনা একথা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে না ।

2.

ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশ গুলির মধ্যে মধ্য রাজ্য এবং পশ্চিম ফ্রাংক রাজ্যের আয়তন ও ভৌগলিক অবস্থানের জন্য রাজ্যগুলি নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব বহন করা ছিল শার্লামেনের অদূরদর্শী বংশধরদের পক্ষে অসম্ভব । ভাইকিংদের অবিরাম আক্রমণ , দক্ষিণ থেকে স্যারাসেন এবং পূর্ব দিক থেকে ম্যাগিয়ার দস্যুদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছিল । রাজ শক্তির ক্রমবর্ধমান এই অবক্ষয় স্থানীয় সামন্তরাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ।

কিন্তু দূরবর্তী প্রায় সাধারণের বাইরে থাকা রাজ শক্তি ব্যর্থ হয়েছিল দেশ রক্ষায় , আর্তত্রান , তার প্রাথমিক কর্তব্য সাধনে। ফলে অসহায় শংকিত মানুষ সেইসব পরাক্রান্ত সামন্তদের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল যাঁদের নেতৃত্বে অন্তত এই ঘনায়মান সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । ঐতিহাসিক ডেভিস লিখেছেন যে - " No doubt this was the rule of law, for in any case the subjects would remain loyal to the king. কিন্তু চারিদিকে যখন ভাইকিং , স্যারাসেন , মুসলমান , ম্যাগিয়ার বা হাঙ্গেরিয়ান রা প্রান ও সম্পত্তি নাশে তৎপর তখন সবচেয়ে জরুরি ছিল আঞ্চলিক ভিত্তি তে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার । আর এজন্য কোন শক্তিশালি প্রভুর শরনাপন্ন হওয়া । এর ফলে অলক্ষিতে , অতি কঠিন বাস্তব প্রয়োজনে বৈপ্লবিক একটি পরিবর্তন ঘটে গেল ইউরোপের রাষ্ট্রে এবং সামাজিক কাঠামোতে ।

অ্যালান ব্রাউন মনে করেন - " In this situation, though not feudalism, the source of the emergence of feudal society can be found. And from France this new feudal system spread around in a short time and was established all over the Christian world. Feudalism and the Middle Ages have become almost synonymous, and there is no room for disagreement about the importance of feudalism in the creation of modern Europe in a mixture of Christianity, Catholic Church, Greek and Roman civilization-culture with German tradition".

সুদীর্ঘকাল ধরে নর্সমেন অভিযান ও বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিধর্মী দস্যুদলের করায়ত্ত হলেও ইউরোপীয় সমাজে সাধারণ মানুষের উপর এই ঘটনার বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি । ভাইকিংদের আচার-অনুষ্ঠান , তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ফ্রাঙ্ক রাজ্যগুলিতে অপরিচিত ছিল না শিল্প-সংস্কৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না এই বিধর্মী বর্বরদের ।

তবে একটি ক্ষেত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অবিসংবাদিত । নৌবিদ্যায় , সমুদ্র গামী জাহাজ নির্মাণের দক্ষতায় সমসাময়িক কালে তাদের সমতূল্য কেউ ছিল না । পূর্বাগত জার্মানিরা দীর্ঘকাল অনুশীলনের অভাবে সমুদ্রের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল । ছোট ছোট পালতোলা , দাড়বাহী , অতি দ্রুতগামী এবং উজ্জ্বল বর্ণ রঞ্জিত জাহাজে বাল্টিক থেকে নীল ভূমধ্যসাগর এবং নিঃসীম আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ভাইকিংরা একই সঙ্গে দুঃসাহসিকতা এবং নৌবিদ্যা শিখিয়েছিল তাদের প্রতিবেশীদের , আবার সমুদ্রমূখী করে তুলেছিল খ্রিস্টান জগতকে ।

জেরল্ড ইজেট লিখেছেন - " In the middle of the ninth century and its aftermath, not only the story of destruction, but the role of the Vikings in discovering undiscovered lands and new trade routes and establishing trade relations was astonishing and wonderful " . নবম শতকের শেষার্ধে থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাণিজ্য তাদেরই প্রচেষ্টার ফল । সুইডিশরা (সমসাময়িক দের কাছে ভ্যারাঙ্গিয়ান নামে পরিচিত) রাশিয়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে নতুন বাণিজ্যিক পথ বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল ।

রিগা উপসাগর থেকে ডুইনা নদীর মধ্য দিয়ে পোলোটস্ক পর্যন্ত সেখান থেকে নীপার নদীর তীরে স্মোলেনস্ক এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পণ্য আমদানি-রপ্তানির পথ তারা চালু করেছিল । কৃষ্ণসাগর তীরস্থ বন্দর গুলি থেকে বাইজানটাইন বণিকেরা তাদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত । ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট লুই দ্য পায়াসের কাছে পূর্ব রোমান সম্রাট প্রেরিত রাজ কর্মচারীদের মধ্যে ভাইকিংদের কয়েকজনের উপস্থিতির কথা জানা যায় । এরা নিজেদের 'রাজ' , 'রাস' বা 'রাশিয়ান' বলে পরিচয় দিত । অবশ্য পরে অনাব্ তাঁর জন্য নীপার ত্যাগ করে ভলগা নদী ব্যবহার করত ।

মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য থেকে আগত বাণিজ্য সম্ভার খাজার ও ইটিলদের মাধ্যমে বিনিময়ের কথা জানা যায় । ভাইকিংরা সাধারণত ফার , কাট , মোম এবং ক্রীতদাস বিক্রি করতো , তাদের অনুসৃত পথে প্রাপ্ত আরবী রৌপ্যমুদ্রার প্রাচুর্য তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা প্রমাণ করে । ইবন খয়দার এর লেখাতে রাসদের ব্যবহৃত পথের বিবরণ মেলে । সাধারণভাবে বলা যায় ,
ইউরোপের এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে মর্সরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছিল ।

সপ্তম ও অষ্টম শতকে ইউরোপের বাণিজ্য প্রধানত ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক ছিল , নবম ও দশম শতাব্দীতে তাকে উত্তরাঞ্চলে প্রসারিত করে দেওয়ার কৃতিত্ব ভাইকিংদের । এই বাণিজ্যের প্রসার দশম শতাব্দীতে ইতালিয় ও বাইজানটাইন বন্দরগুলিতে বাণিজ্য বিস্তার এর সঙ্গে তুলনীয় নয় , কিন্তু এরই ফলে দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য এবং সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে । এই প্রচেষ্টার ফলেই ১ শতাব্দি পরে 'জানসি' এবং কয়েকটি ইতালিয় নগরের মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের অসাধারণ বিকাশ সম্ভবপর হয় ।

তাছাড়া বর্বর হলেও ঔপনিবেশিক এর ভূমিকায় নর্সমেনরা ছিল সার্থক । যেখানে তারা বসতি স্থাপন করেছে - ফ্রান্সে , ইংল্যান্ডে , রাশিয়ায় - সেখানকার লোকজনের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার তারা আয়ত্ত করে নিয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় । পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছে দুর্জয় এই আধা-সামরিক বিধর্মী বর্বররা ।

নরম্যান্ডিতে সুস্থির সামাজিক জীবন আরম্ভ করার 100 বছরের মধ্যেই তারা হয়ে উঠেছে খ্রিস্ট ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক , আরো পরে পরম উৎসাহে ক্রুসেড অংশগ্রহণ করে উপনীত হয়েছে পূর্ব

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে , অবশেষে বাইজানটাইন মুসলমান প্রভাবাধীন দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলিতে এক দীপ্ত , প্রাণচঞ্চল সভ্যতার পত্তন করেছে এবং শাসক হিসাবে রেখে গেছে ঈর্ষাযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর । ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অনুশীলনেও পিছিয়ে থাকে নি তারা । ঐতিহাসিক হেনরি অ্যাডামস তাদের সাফল্যের এই দিকটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে – 'They don't stop without completing what they want '. জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ সম্পর্কেও প্রশংসা বাণী , প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই প্রয়োগ করা যায় ।

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আর.ডব্লিউ.সাউদার্ন লিখেছেন – " They had a miraculous ability or extraordinary good fortune to appear in the right place at the necessary moment of the age. ইংল্যান্ডে তারা উপনীত হয় একটা সময়ে যখন এই দ্বীপপুঞ্জ লাতিন ইউরোপের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রবাহের দিকে আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হবার প্রশ্নে সংশয়াকুল । লাতিন , গ্রিক ও মুসলমান প্রভাবের সংঘাতে যখন দক্ষিণ ইতালির ভাগ্য সংকটাপন্ন , ঠিক তখনই তাদের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে ল্যাটিন সভ্যতারই জয় সূচিত হয়েছিল । সংখ্যাতীত চার্চ ধ্বংস করে একদিন তারা পোপতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল , কিন্তু সময়ান্তরে , পোপের প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা হয়ে উঠল ধর্ম গুরুর প্রতি বিশ্বস্ত ও অবিচল এবং সুহৃদ ।

সিসিলি থেকে মুসলমান শক্তি উৎখাত করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগতে আরব সভ্যতার নির্যাসটুকু তাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছিল । একদা ভয়ঙ্কর , পরবর্তীকালের এই ভদ্র খ্রিস্টানদের দক্ষতা অথবা সৌভাগ্য তাদের মধ্য যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারই ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে তাদের কোনও মৌলিক অবদান না থাকা সত্ত্বেও , এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যাল্পতা নিয়েও , মধ্যযুগের ইতিহাসে নর্সমেনরা একটা স্থায়ী এবং গৌরব আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে ।

আর পরিশেষে বলা বাহুল্য যে পিছনে যারা রয়ে গিয়েছিল তাদের পিতৃভূমিতে , বিচ্ছিন্নতার মধ্যে , অবহেলিত হয়ে , খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও যারা তাদের পেগান সত্তা বিসর্জন দিতে পারেনি , তারাই ভাইকিংদের অতীতের বর্ণময় , উদ্দাম জীবন ধারার কথা , আশা ও উদ্যমের কথাকাহিনী সযত্নে , পরম মমতায় সংরক্ষিত করে রেখেছিল অগণিত নর্স গাঁথায় (আইসল্যান্ডীয় বা প্রাচীন নর্স ভাষায় লিখিত) । ইউরোপের ঘটনাকীর্ণ ইতিহাসে যারা ভিন্নতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেইসব ভাইকিংদের নয় , মানব-সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে বিশিষ্ট এবং মৌলিক অবদানের জন্য ইতিহাস স্মরণ করে রেখেছে অনুজ্জ্বল এবং পিছিয়ে পড়া , পেছনে থেকে যাওয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এই মানুষগুলিকে ।